গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৩ তলা,পশ্চিম অংশ)
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
www.ebek-rdcd.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৮.০০১.২১ , ৫২৮-৫ তারিখঃ ১৯ এপ্রিল, ২০২১খ্রিঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কর্মচারীদের পুরস্কার নীতিমালা-২০২১

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়নাধীন। জুলাই, ২০০৯ হতে চলমান এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে জুন, ২০২১ খ্রিঃ। সারাদেশে এ প্রকল্পের আওতায় পল্লী এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র মানুষদের নিয়ে ১.২০ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫৭.০০ লক্ষ পরিবার। প্রকল্পের আওতায় সমিতির জন্য গঠিত তহবিল সমিতির সদস্যগণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ বসতবাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষিজ খামার স্থাপনে ব্যয় করছে। প্রকল্পের কর্মীগণ তহবিল হতে ঋণ প্রদান ও আদায়ে নিয়োজিত। প্রকল্পের ৪৯০ জন উপজেলা সমন্বয়কারী, ৯৮০ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ও ৭,৭০০ জন মাঠ সহকারী দেশ ব্যাপী এ কাজে নিয়োজিত আছে। এ সকল কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকা সমীচীন।

সকল কর্মী আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে-এমনটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা যায় একই জেলায়/উপজেলায় কর্মীদের কাজের পারফরমেন্সে বিস্তর ব্যবধান। কোন কর্মী ভাল কাজ করলে তাকে যেমন পুরস্কৃত করা উচিত তেমনি কোন কর্মী তা করতে ব্যর্থ হলে তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে কর্মক্ষেত্রে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্পের আরডিপিপিতে সফল কর্মীদের পুরস্কার দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোন নীতিমালা জারী করা হয়নি। ২০১৩ সালে একবার সমিতি/উপজেলা/জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার, সভাপতি, সদস্য, মাঠ কর্মী এবং প্রশাসনের সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের ক্রেস্ট/ প্রশংসাপত্র দিয়ে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি ২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা প্রদর্শনকারী কর্মচারী এবং সফল খামারীদের বাৎসরিকভাবে পুরস্কার প্রদানের তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধির দিকে। জুন, ২০২১ খ্রিঃ এ প্রকল্প মেয়াদ শেষ হবার আগে এ পরিস্থিতির কোন উন্নতি প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। তাই কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় শুধুমাত্র কর্মীদের পারফরমেন্স (অনলাইনভিত্তিক তথ্য) বিবেচনা করে নগদ অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদানের জন্য এ নীতিমালা জারী করা হলোঃ

১. বর্তমানে প্রকল্পের অন্যতম কাজ ঋণ বিতরণ ও আদায়। জুন, ২০২১ খ্রিঃ এ প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্পের কর্মচারীবৃন্দ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মচারী হিসেবে স্থানান্তরিত হবেন। সরকার ব্যাংকের কর্মচারীদের বেতন প্রদান করবে না। তখন ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত সেবামূল্য দিয়ে ব্যাংকের বেতনভাতা ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করতে হবে। তাই অধিক বিনিয়োগ ও আদায় হবে সফল কর্মী নির্বাচনের একমাত্র মানদন্ড;
২. একজন মাঠ সহকারী বছরে ১.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও তা সেবামূল্যসহ আদায় করলে তা ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় নির্বাহের উপযুক্ত হবে বিবেচনায় প্রতি মাঠ সহকারী এক অর্থ বছরে ১.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ১.০০ কোটি টাকা সেবামূল্যসহ আদায় হবে মাঠ সহকারী নির্বাচনের প্রাথমিক মানদন্ড;
৩. চলতি অর্থ বছরের ১ জুলাই হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কে সফল কর্মী নির্বাচনের জন্য বিবেচনায় নেয়া হবে;
৪. যেহেতু অর্থ বছর সমাপ্তির পূর্বেই সফল কর্মী নির্বাচন করা প্রয়োজন সেহেতু ১ জুলাই হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ এবং ৮০ লক্ষ টাকা আদায়ে সফল মাঠ সহকারীদের পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা যাবে;

৬. যদি কোন ফিল্ড সুপারভাইজারের অধীনে অন্তত ২ জন মাঠ সহকারী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন তাহলে তাকেও পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হবে;

৭. কোন উপজেলায় যদি ৫ জন মাঠ সহকারী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয় তাহলে ঐ উপজেলার উপজেলা সমন্বকারী ও কম্পিউটার অপারেটর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবেন;

৮. উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৯৮০ জন মাঠ সহকারী, ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ও ৬৪ জন উপজেলা সমন্বয়কারী পর্যন্ত পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা যাবে;

৯. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ২০ জন মাঠ সহকারী, ৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ও ৮ জন উপজেলা সমন্বয়কারীকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে;

১০. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত জেলার জেলা সমন্বয়কারীকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হবে।

পুরস্কারের জন্য নগদ অর্থঃ

১. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ৮০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ৮০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ১০ হাজার টাকা;

২. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ১০০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ১০০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ২০ হাজার টাকা;

৩. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ১৫০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ১৫০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৩০ হাজার টাকা;

৪. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ২০০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ২০০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৪০ হাজার টাকা;

৫. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ২৫০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ২৫০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৬০ হাজার টাকা;

৬. শ্রেষ্ঠ মাঠ সহকারী (উপজেলা পর্যায়) যার বিনিয়োগ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) অন্তত: ৩০০ লক্ষ টাকা এবং আদায় ৩০০ লক্ষ টাকা তাকে প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৭৫ হাজার টাকা;

৭. শ্রেষ্ঠ ফিল্ড সুপারভাইজার (উপজেলা পর্যায়) এর প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ১৫ হাজার টাকা;

৮. শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটর (উপজেলা পর্যায়) এর প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ২০ হাজার টাকা;

৯. শ্রেষ্ঠ উপজেলা সমন্বয়কারী (উপজেলা পর্যায়) এর প্রদেয় নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ২৫ হাজার টাকা;

১০. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত মাঠ সহকারীর বিশেষ পুরস্কারের নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ২৫ হাজার টাকা;

১১. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ফিল্ড সুপারভাইজারের বিশেষ পুরস্কারের নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ২৫ হাজার টাকা;

১২. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত উপজেলা সমন্বয়কারীর বিশেষ পুরস্কারের নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৩৫ হাজার টাকা;

১৩. জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত জেলা সমন্বয়কারীর বিশেষ পুরস্কারের নগদ অর্থের পরিমাণ হবে ৩৫ হাজার টাকা।

নির্বাচন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের সকল কাজ অনলাইনভিত্তিক। নিম্নোক্ত কমিটি উপরে বর্ণিত মানদন্ড অনুসরণ পূর্বক অনলাইনের তথ্য বিশ্লেষণ করে পুরস্কারের জন্য সফল কর্মীর তালিকা প্রস্তুত করে প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করবে:

১. উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)----------সভাপতি

২. সিনিয়র কনসালটেন্ট (ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং)----------সদস্য

৩. উপপ্রকল্প পরিচালক (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)----------সদস্য

৪. ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক)----------সদস্য

৫. সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)----------সদস্য

৬. সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ট্রেনিং----------সদস সচিব

উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কোঅপ্ট করতে পারবে।

আশা করা যায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে নির্বাচিত সফল কর্মীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হলে তা সারাদেশে কর্মরত বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিয়োগিতামূলক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং সকল কর্মচারী পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে প্রকল্পের অভীষ্ঠ লক্ষ্য তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবেন। প্রকল্প মেয়াদ শেষে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় মেটাতে এ প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উহার নিজস্ব নীতিমালার আওতায় এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ৯৩৫৯০৮৩; ফ্যাক্সঃ ৯৩৪৮২০৬
headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

জেলা সমন্বয়কারী (সকল)
উপজেলা সমন্বয়কারী (সকল)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা;
৩. জেলা প্রশাসক (সকল);
৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল);
৬. উপজেলা/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল);
৭. প্রোগ্রামার, আবাআখা প্রকল্প (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য);
৮. জনাব----------
৯. অফিস নথি।